সমকাল

প্রকাশ : ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ ০০:৫৮:৪০

৮১-তে পা দিলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ

সমকাল প্রতিবেদক

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ড. ফজলে হাসান আবেদ আজ ৮১-তে পা দেবেন। বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ফজলে হাসান আবেদ তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন। দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করে। এ ছাড়া তিনি র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ইউনেস্কো নোমা পুরস্কার, সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকার জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার মাহবুবুল হক পুরস্কার এবং গেটস ফাউন্ডেশনের বিশ্ব স্বাস্থ্য পুরস্কারসহ প্রায় অর্ধশত আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (২০০৭) পেয়েছেন তিনি। ১৯৯৪ সালে তিনি কানাডার কুইনস ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডক্টর অব ল' এবং ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডক্টর অব এডুকেশন' ডিগ্রিসহ সম্মানসূচক বিভিন্ন ডিগ্রি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি (২০১৪), যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লেটার্স (২০০৯), যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (২০০৮), যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট অব হিউমেন লেটার্স (২০০৭) পেয়েছেন। ২০১০ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন তাকে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর 'স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গে'র একজন হিসেবে নিযুক্তি প্রদান করেন। ১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার এক গ্রামে ফজলে হাসান আবেদের জন্ম। তিনি পাবনা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি ব্রিটেনের গ্গনাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল আর্কিটেকচার বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি লন্ডনের চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টসে ভর্তি হন। শিক্ষাজীবন শেষে দেশে ফিরে এসে তিনি শেল অয়েল কোম্পানিতে যোগ দেন। এ কোম্পানিতে কর্মরত থাকাকালে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এ সময় তিনি তার বন্ধুদের সঙ্গে 'হেলপ' নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলে ঘূর্ণি উপদ্রুত মনপুরা দ্বীপের অধিবাসীদের পাশে দাঁড়ান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ফজলে হাসান আবেদ ইংল্যান্ডে গিয়ে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়, তহবিল সংগ্রহ ও জনমত গঠনে কাজ করেন। একাত্তর সালের ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনকল্পে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার লন্ডনের ফ্ল্যাট বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে ত্রাণকাজ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল শাল্লাকে তিনি তার কর্ম এলাকা হিসেবে বেছে নেন। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়ই তিনি ব্র্যাক গড়ে তোলেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি নানা কর্মসূচি গ্রহণ

করে তার দীর্ঘ অভিযাত্রার সূচনা ঘটে। দরিদ্র মানুষ যাতে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি তার কর্মসূচি পরিচালনা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ১১টি দেশে ব্র্যাকের লক্ষাধিক কর্মী কাজ করছেন। ব্র্যাক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। কারুশিল্পীদের পণ্য বিপণন কেন্দ্র আড়ং, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠান। ফজলে হাসান আবেদের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কর্মসূচি নিয়েছে ব্র্যাক। এতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে একটি 'চতুর্মাত্রিক প্রদর্শনী'। এর মাধ্যমে ব্র্যাকের জন্মলগ্ন থেকে ৪৪ বছরের পথচলায় দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্য তুলে ধরা হবে।

Print

ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫ ৮৮৭০১৯৫

ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১ ৮৮৭৭০১৯৬

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার

বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০

প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা - ১২০৮